ভোরের কাগজ

DEC. 29 2007

প্রাথমিক স্তরের সংশোধিত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ জালিয়াতচক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না

শামীমা বিনতে রহমান : প্রাথমিক স্তরের সংশোধিত পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজে পিজি (পারফরমেন্স গ্যারান্টি, পুরো কাজের অর্থের ৫০ শতাংশ)জালিয়াতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত নীরব পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গত ১৫ ডিসেম্বর সোনালী ব্যাংক, উর্দু রোড শাখা থেকে ভুয়া পিজির মাধ্যমে প্রায় ৩ কোটি টাকার কাগজ উত্তোলনের চেষ্টাকারী ১৭টি প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ শনাক্ত করলেও এখনো পর্যন্ত এ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, হিসাব শাখা, ডেসপাস শাখা, অডিট ও বাজেট শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন বা কারণ দর্শানোর মতো কোনো কিছুই করেনি পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে এই দুর্নীতির ফলে ১৭টি প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ পাওয়া ৬৫ লাখ বই ছাপানোর বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড চেয়ারম্যান ড. শফিউর রহমানের সঙ্গে অসংখ্যবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে নানা অজুহাতে তিনি কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান। তবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাঠ্যপুস্তক বের করার আগ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এই কর্মকর্তারা শুধু ভুয়া পিজি জমা দেওয়ার মাধ্যমে কোটি টাকা আত্মসাৎ চেষ্টার সঙ্গেই যুক্ত নয়, বোর্ডের নিয়মনীতি উপেক্ষা করে এরা দরপত্র আহ্বান ছাড়াই বই ছাপানোর সমুদয় পজিটিভ ছাপানোর কাজ দিয়েছে সূর্যোদয় কম্পিউটার্স নামে এক প্রতিষ্ঠানকে।

সূত্র মতে, ১৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় মামলা দায়ের এবং বাকি ১৩টি প্রতিষ্ঠানকে শোকজ করা হলে প্রতিষ্ঠানগুলোর শোকজের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের দুর্নীতির সংশ্লিষ্টতা বেরিয়ে পড়ে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং সোনালী ব্যাংক উর্দু রোড শাখায় খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, সোনালী ব্যাংকের অনুকূলে পিজি বা পারফরমেন্স গ্যারান্টি সঠিক কি-না তা হিসাব শাখার প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব রক্ষা কর্মকর্তা এবং অডিট ও বাজেট কর্মকর্তা যাচাই-বাছাই করে অনুমোদন দেন। উপসচিব (প্রশাসন) এবং সদস্য (অর্থ) এই যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এরপর উৎপাদন নিয়ন্ত্রণক চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে থাকেন। এই কর্মকর্তাদের পাশাপাশি এই কার্যক্রমের সঙ্গে সোনালী ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকও যুক্ত।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ভবনের নীচতলায় সোনালী ব্যাংকের একটি শাখা; যেটি বোর্ডের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্যই মূলত প্রতিষ্ঠিত, তা থাকা সত্ত্বেও পিজি জমাদানের বিষয়টি উদ্দেশ্যমূলকভাবেই পুরাতন ঢাকার উর্দু রোড শাখার অনুকূলে জমা দেওয়ার উদ্যোগ নেয় অভিযুক্ত প্রকাশকরা। সূত্র জানায়, উর্দু রোড় শাখার ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বোর্ডের সংশ্লিষ্ট এই কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর রয়েছে নিবিড় যোগাযোগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক স্তরের উৎপাদন নিয়ন্ত্রক নূরুল হক খান, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা শান্তি গোবিন্দ নন্দীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে জিম্মি করে রেখেছে।

তিনি বলেন, এই কর্মকর্তারা গত বছরের বই কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যখন যে সরকার আসে এরা খুব চাতুর্য্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুর্নীতি করেন।

এদিকে অভিযুক্ত কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, ১৭টি প্রতিষ্ঠানের নামে যেসব ভুয়া পিজি জমা দেওয়া হয়েছে; সেগুলোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে সূর্যোদয় কম্পিউটার্স এককভাবে। এই প্রতিষ্ঠানটি হাসান প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্সের নামে ভুয়া পিজি দেখিয়ে ৬ লাখ টাকা মূল্যমানের প্রায় ১ হাজার রিম কাগজ উত্তোলন করেছে।

এ বিষয়ে সূর্যোদয় কম্পিউটার্সের কর্ণধার রাসেলের সঙ্গে তার অফিসে, বাসায় এবং মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাকে কোথাও পাওয়া যায়নি। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক ঘটনায় তিনি ঢাকার বাইরে গা ঢাকা দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, পিজি কেলেঙ্কারির পুরো ঘটনার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম সর্বাধিক উচ্চারিত হলেও এই প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়েই ৪টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

উল্লেখ্য, পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক পরিবর্তনের কারণে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ১ কোটি ৩১ লাখ বই ছাপানোর উদ্যোগ নেয়। শেষের দিকের এই কাজের জন্য ৭৫টি প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনতম দরে বই ছাপানোর কার্যাদেশ দেয় বোর্ড কর্তৃপক্ষ; যার মধ্যে ১৭টি প্রতিষ্ঠান ভুয়া পিজি প্রদানের জন্য অভিযুক্ত হয় এবং কাজ থেকে বাদ পড়ে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো— হাসান প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, বিএস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, ইনডিপেনডেন্ট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, মিতালী করপোরেশন, মুসা এন্ড সন্স প্রিন্টার্স, সুবর্ণা প্রিন্টিং প্রেস, মিনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস, শিরিন প্রেস, ফেমাস প্রিন্টিং, সিটি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস, শম্পা অফসেট প্রেস, বনফুল আর্ট প্রেস, রাজ প্রিন্টার্স, দি গুডলাক প্রিন্টার্স এবং নিউ সোসাইটি প্রেস।